ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল র.-এর শাগরিদ

ইমাম আবূ বাকর মাররূযী র. (মৃ. ২৭৫ হি.) বিরচিত

'আখবারুশ শুয়ূখ ওয়া আখলাকুহুম' গ্রন্থ অবলম্বনে

সালাফের দরবারবিমুখতা

অনুবাদ, সংযোজন ও সম্পাদনা

মীযান হারুন

(মাস্টার্স) আকীদা ও সমকালীন মতবাদ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সৌদি আরব

মাকতাবাতুল আসলাফ

এক নজরে

ভূমিকা ৬
ইমাম মারওয়াযীর পরিচয় ৮
আসহাবে রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন ও বাণী থেকে ৯
সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের দরবারবিমুখতা ১৬
উমার ইবনু 'আবদিল আযীযের তাকওয়া ১৯
হাসান বসরীর তাকওয়া ১৯
ফুযাইল ইবনু ইয়ায ও রাজ-দরবার...২০
সুফিয়ান সাওরীর দরবারবিমুখতা ২১
আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের দরবারমিবুখতা ৪১
আহমাদ ইবনু হাম্বল র. এর দরবারবিমুখতা ৪৫
তাঊস ইবনু কাইসান র. এর দরবারবিমুখতা ৪৮
কাযীর পদ গ্রহণ থেকে সালাফের দূরাবস্থান ৫২
সালাফের অন্যান্য ইমামদের তাকওয়া ও দরবারবিমুখতা ৬৪
ইমাম আবু হানীফার ব্যাপারে কয়েকজন সালাফের আপত্তি ৯২
বিবিধ বিষয়ে সালাফের অন্যান্য কিছু ঘটনা ৯৫

ইমাম মাররূযীর পরিচয়

ইমাম আবূ বাকর মাররূযী র. আনুমানিক ২০০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ২৭৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। বাগদাদের পশ্চিমাঞ্চলে স্বীয় উস্তাদ ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল র.-এর কবরের কাছে তাকে দাফন করা হয়।

ইমাম মাররূযী সারা জীবন 'ইলমের চর্চা ও শিক্ষা-দীক্ষার মাঝে কাটিয়ে দিয়েছেন। ফলে একদিকে যেমন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল র.-এর মতো জগদ্বিখ্যাত মনীষীর শিষ্যত্বের সৌভাগ্য লাভ করেছেন, অপরদিকে তৈরি করেছেন বড় বড় ইমামদেরকে। তার ছাত্রদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন :—ইমাম আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল (মৃ. ৩১১ হি.), ইমাম হাসান ইবনু 'আলী আল-বারবাহারী (মৃ. ৩২৮ হি.), ইমাম আবূ আওয়ানা আল-ইসফারায়েনী (মৃ. ৩১৬ হিজরী) প্রমুখ।

তিনি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল র.-এর ঘনিষ্ঠ ছাত্রদের একজন ছিলেন। উস্তাদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরক্তি, নিষ্ঠা ও ভালোবাসা, পাশাপাশি পরম খোদাভীতি ও ধর্মপ্রাণতার জন্য ইমাম আহমাদ র. তাকে অত্যধিক পছন্দ করতেন। সব সময় নিজের সুনিবিড় সান্নিধ্যে রাখতেন। যখন ইমাম আহমাদের মৃত্যু হয়, তখন মাররূযী র. নিজের হাতে তার চোখদুটো বন্ধ করে দেন, তাকে গোসল করান।

'ইলম, সুহবত, তাকওয়া, দ্বীন এবং উম্মাহর প্রতি সীমাহীন দরদ ও ভালোবাসা—এ-সব কারণে খতীব বাগদাদী, ইমাম যাহাবীসহ সমকালীন ও পরবর্তী সকল মুসলিম ঐতিহাসিক ইমাম মাররূযীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আসহাবে রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন ও বাণী থেকে

۞ বসরার শাসক ইবনু 'আমির একবার শহরে এলে রাসূল ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী তার সঙ্গে দেখা করতে যান। কিন্তু আবূ দারদা ﷺ গেলেন না। ইবনু 'আমির ভাবলেন—তিনি যখন এলেন না, আমিই তার কাছে গিয়ে তার (শাসকের সঙ্গে দেখা করার) দায়িত্বটা পালন করে আসি। এই ভেবে কয়েকজন লোক নিয়ে আবূ দারদা ﷺ-এর কাছে এলেন। বললেন, 'আমার কাছে রাসূল ﷺ-এর এক দল সাহাবী এসেছেন, কিন্তু আপনি আসেননি; তাই ভাবলাম, আমিই আপনার কাছে এসে আপনার দায়িত্বটা পালন করে ফেলি।

আবূ দারদা ﷺ মাথা উঁচু করে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজকের মতো কখনোই তুমি আমার দৃষ্টিতে এত ক্ষুদ্র ছিলে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন—'যখন তোমরা বদলে যাবে, আমরাও যেন বদলে যাই।' [১]

۞ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরের মুমূর্ষ অবস্থায় 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ-সহ কয়েকজন সাহাবী ও অন্যান্য লোক তাকে দেখতে গেলেন। 'আবদুল্লাহ তাদেরকে শারীরীক কষ্ট ও মানসিক দুশ্চিন্তার কথা জানালে তারা বললেন, 'আপনি সব সময় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। মুসলমানদের কল্যাণে অনেক কাজ করেছেন। তাদের জন্য কূপ খনন করেছেন। মুসাফিরকে সাহায্য করেছেন। আরও কত কিছু করেছেন। কিন্তু ইবনু 'আমির যেন সেগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন না। তার চোখ ছিলো ইবনু 'উমার ﷺ-এর দিকে। উদগ্রীব ছিলেন—তিনি কী বলেন, সেটার শোনার জন্য। ইবনু 'উমার ﷺ বললেন, 'যদি আয় সুন্দর হয়, তবে ব্যয়ও সুন্দর হবে।

[১] অর্থাৎ যখন তোমরা দ্বীনের চেয়ে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেবে, আমরাও তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাটাকেই প্রাধান্য দেবো।

(হিসাবের জায়গাতে) শীঘ্রই যাচ্ছেন। সেখানে গেলেই দেখবেন।'

✿ ইবনু 'আমর ﷺ নবীজী ﷺ-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেন, "ইনসাফগাররা *আল্লাহর কাছে নূরের মিম্বরের ওপর পরম করুণাময় রহমানের ডানপাশে থাকবেন। আর তাঁর উভয় হাতই ডান। তারা সে-সব লোক, যারা ফয়সালার ক্ষেত্রে, পরিবারের ক্ষেত্রে, নিজেদের দায়িত্বে অর্পিত সকল কাজে ন্যায়ের ওপর থাকে।"* [২]

✿ 'উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ আবূ হাতেম বলেন, 'আমি আবূ হুরাইরা ﷺ-কে বলতে শুনেছি—"যে-শিক্ষক শিক্ষা দেওয়ার বিনিময় নেয়, দুনিয়াতেই তার প্রতিদান দিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি শিক্ষা না-দিয়েই বিনিময় নেয়, তবে কিয়ামতের দিন তার নেক 'আমাল থেকে ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে। আর যদি (ছাত্রদেরকে) প্রহারের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে, তবে কিসাস নেওয়া হবে। আর যদি তাদের মাঝে ইনসাফ না-করে, তবে যালিম হিসেবে সাব্যস্ত হবে। যদি শিক্ষক অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত ছাত্রকে দিয়ে কোনো কাজ করায়, তবে তাকে দায়ভার বহন করতে হবে। আর যদি শিক্ষার বিনিময়ে তার অধিকার বুঝে না পায়, তবে কিয়ামতের দিন তার (যে-ছাত্র শিক্ষকের হক আদায় করেনি) থেকে নেক 'আমাল দেওয়া হবে। আর যদি সবার মাঝে সে ইনসাফ করে, সে-শিক্ষক আদিল ও ন্যায়পরায়ণ শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত হবে।"

✿ যিয়াদ ইবনু হুদাইর বলেন, 'আমাকে 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন—'জানো, কোন জিনিস ইসলামকে ধ্বংস করে?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন—'আলিমের পদস্খলন, কুরআন নিয়ে মুনাফিকের তর্ক, আর পথভ্রষ্ট শাসকদের শাসন ইসলামকে ধ্বংস করে।'

✿ 'আবীদা[৩] বলেন, ''আলী ﷺ আমার ও শুরাইহের কাছে সংবাদ পাঠালেন—'আমি মতানৈক্য অপছন্দ করি। সুতরাং আগে যেভাবে বিচার করতে, সেভাবেই করতে থাকো।'

---

[২] *মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবা* (১৪/১২৭); *মুসলিম* (১৮২৭); *সহীহ ইবনু হিব্বান* (১০/৩৩৬)

[৩] 'আবীদা ইবনু 'আমর সালমানী। তাবি'ঈ ও বিখ্যাত ফকীহ। মাক্কা বিজয়ের বছর ইয়ামানে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু নবীজী ﷺ-কে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন। পরে 'আলী ইবনু আবী তালিব, ইবনু মাস'উদ রা.-সহ প্রমুখ বিজ্ঞ সাহাবীদের কাছ থেকে 'ইলম অর্জন করেন। ইবরাহীম নাখ'ঈ, শা'বী, মুহাম্মাদ ইবনু সীরীনের মতো মানুষগণ তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ৭২ হিজরীতে তিনি ওফাত পান।

۞ ইমাম আহমাদ র. সূত্রে বর্ণিত—হুযাইফা ﷺ বলেন, 'রাজদরবারগুলো ফিতনায় পরিপূর্ণ। একদিক থেকে জান্নাতে ঢোকায়, আরেকদিক থেকে বের করে দেয়।' [৪]

۞ এক লোক ইবনু 'আব্বাস ﷺ-এর কাছে এসে বললো, 'আমি বাদশার দরবারে গিয়ে তাকে উপদেশ দিতে চাই। আপনার এ-ব্যাপারে মতামত কী?' তিনি বললেন, 'দরকার নেই। ফিতনায় পড়ে যাবে।' লোকটি বললো, 'বাদশা যদি আমাকে অন্যায় করতে বলে, তখন?' ইবনু 'আব্বাস বলেন, 'তুমি তো এটাই চাচ্ছিলে। পারলে তখন তাকে দেখিয়ে দাও—কেমন পুরুষ তুমি!'

۞ জাবের ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, 'আমি হাজ্জাজের দরবারে গিয়েছি। কিন্তু তাকে সালাম দিইনি।' [৫]

۞ 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ একবার বিশর ইবনু আসিমকে সাদাকা উসুল করতে পাঠালেন। একপর্যায়ে বিশর বললেন, ''উমার, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—"যে-ব্যক্তিকে মুসলমানদের কোনো দায়িত্বে নিযুক্ত করা হলো, কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের পুলের ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। পুলটি তখন কাঁপতে থাকবে। যদি সে পুণ্যবান হয় তবে মুক্তি পাবে। আর যদি পুণ্যবান না হয়, তবে পুলটি ছিঁড়ে সে জাহান্নামের গভীরে পড়ে যাবে।" হাদীসটি শুনে 'উমার ﷺ অস্থির হয়ে উঠলেন। বিমর্ষ অবস্থায় ফিরে আসতে লাগলেন। পথে আবূ যর ﷺ-এর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বললেন, ''উমার, আপনাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?' তিনি বললেন, 'কেন দেখাবে না? বিশর ইবনু আসিম রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এমন একটি হাদীস শুনিয়েছে আমাকে।' আবূ যর ﷺ বললেন, 'আপনি এটা নবীজীর কাছ থেকে শোনেননি?' তিনি বললেন, 'না।' আবূ যর ﷺ বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি নবীজী ﷺ-কে বলতে শুনেছি—"যে-ব্যক্তিকে মুসলমানদের কোনো দায়িত্ব দেওয়া হবে, কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের ওপর একটি পুলে দাঁড় করানো হবে। পুলটি এমনভাবে কাঁপতে থাকবে যে, তার শরীরের জোড়াগুলো আলাদা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। যদি সে পুণ্যবান হয়, তবে মুক্তি পাবে। আর যদি পাপী হয়, তবে পুলটি ছিঁড়ে সত্তুর বছর

[৪] *জামি'উ মা'মার* ১১/৩১৬; *ইবনু আবী শাইবা* ১৫/২৩৮; *হিলইয়াতুল আউলিয়া* ১/২৭৭; *শু'আবুল ঈমান* বাইহাকী ৭/৪৯

[৫] এখানে সালাম বলতে মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাতে বিনিময়-করা স্বাভাবিক সালাম নয়, রাজা-বাদশাহকে প্রদত্ত রাজকীয় সম্ভাষণ; যেটা সালাফে সালিহীন করতেন না।

পর্যন্ত জাহান্নামের কৃষ্ণকায় গহ্বরে নিপতিত হবে—সেখানে কোনো আলো থাকবে না।" 'উমার, এবার বলুন, কোন হাদীসটি আপনার কাছে বেশি ভয়ংকর?' তিনি বললেন, 'দুটোই আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। এ-ই যদি হয় (দায়িত্ব গ্রহণের) পরিণতি, তবে কে সেটা গ্রহণ করে!'[৬]

۞ অন্য এক বর্ণনায় এসেছে—'উমার ﷺ এক ব্যক্তিকে সাদাকার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিন দিন পরে দেখতে পান, লোকটি তখনো যায়নি।[৭] 'উমার তাকে বললেন, 'তুমি এখনো গেলে না? তুমি কি জানো না, এ-কাজে তোমার আল্লাহর পথের মুজাহিদদের সমপরিমাণ সাওয়াব হবে?' লোকটি বললেন, 'না, তেমন নয়।' 'উমার ﷺ বললেন, 'কেন?' তিনি বললেন, 'আমি রাসূল ﷺ-এর একটি হাদীস শুনেছি; তিনি বলেছেন—"*যে-ব্যক্তিকে মুসলমানদের কোনো দায়িত্ব দেওয়া হলো, কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের একটি পুলের ওপর দাঁড় করানো হবে। পুলটি এমনভাবে কাঁপতে থাকবে যে, তার শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে যাবে। তখন সেগুলো ঠিক করে দেওয়া হবে এবং তাকে আবারও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যদি পুণ্যবান হয়, তবে মুক্তি পাবে। আর যদি পাপাচারী হয়, তবে পুল ছিঁড়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত জাহান্নামের গভীর তলদেশে নিক্ষিপ্ত হবে।*"' এ-কথা শুনে 'উমার ﷺ বললেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে এই হাদীস আর কে শুনেছে?' তিনি বললেন, 'আবূ যর ও সালমান।' 'উমার ﷺ তাদের দুজনের কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন, 'হ্যাঁ, আমরাও রাসূলের কাছ থেকে এটা শুনেছি।' তখন 'উমার ﷺ বললেন, 'এ-ই যদি হয় (দায়িত্বের) পরিণতি, তবে এটা কে গ্রহণ করতে যাবে?'

۞ মা'কিল ইবনু ইয়াসার ﷺ অসুস্থ হলে যিয়াদ তাকে দেখতে এলেন। তার সঙ্গে কথা বললেন, ভালো-মন্দ খোঁজখবর নিলেন। হাসি-তামাশার মাধ্যমে তাকে প্রফুল্ল করার চেষ্টা করলেন। তখন মা'কিল ইবনু ইয়াসার তাকে বললেন, 'আমি নবীজী ﷺ-কে বলতে শুনেছি—"যে-ব্যক্তিকে মুসলমানদের কোনো কাজে নিযুক্ত করা হলো,

---

[৬] *মু'জামুল কাবীর* তাবারানী (২/৩৯); *মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবা* (১২/২১৭); *শু'আবুল ঈমান* বাইহাকী (১৩/৮২)

[৭] সুবহানাল্লাহ! রাষ্ট্রীয় পদ পাওয়ার পরেও ঘরে বসে থাকতেন তারা। আর আজ তো একটা নিম্ন পর্যায়ের সরকারি চাকুরির জন্যও পঙ্গপালের মতো মুসলমানরা ছুটে যায়। হালাল-হারাম কোনো কিছুর বাছ-বিচার করে না। বড় বড় দ্বীনদার ও নামাযী-রোযাদাররাও হালাল-হারামের ব্যাপারে পরোয়া করে না—সম্পত্তি বাড়ানোটাই যেন সকলের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অথচ সে তাদের অগোচরে তাদের কল্যাণকামী হলো না, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন (যে-দিন সকল সৃষ্টিকে একত্র করা হবে) অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" [৮]

۞ 'উমার ﷺ যখন শামে এলেন, বিলাল ﷺ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। 'উমার ﷺ-এর আশপাশে তখন বড় বড় সিপাহসালারগণ ছিলেন। বিলাল বললেন, ''উমার!' 'উমার ﷺ বললেন, 'এই তো, আমি 'উমার এখানে।' বিলাল ﷺ বললেন, 'আমি এ-সকল লোক ও আল্লাহর মাঝে দণ্ডায়মান। কিন্তু আল্লাহ ও আপনার মাঝে কেউ নেই। আপনি আপনার ডানে, বামে, সামনে, পেছনে তাকিয়ে দেখুন। আপনার চারপাশে যারা রয়েছে, তারা পাখির মাংস ছাড়া আর কিছু খায় না।' তখন 'উমার বললেন, 'আপনি সত্য বলেছেন। (এরপর উপস্থিত সেনাদেরকে লক্ষ করে বললেন) আমি এখান থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত উঠবো না, যতক্ষণ না তোমরা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য দুই মুদ্দ খাবার, সিরকা ও তেলের ব্যবস্থা করে দেবে।' তখন তারা বললো, 'যথা হুকুম, আমীরুল মুমিনীন। আল্লাহ তাআলা আপনার রিযিক প্রশস্ত করে দিয়েছেন। কল্যাণ বাড়িয়ে দিয়েছেন।'

۞ সা'ঈদ ইবনু 'আমির আল জুমাহী 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন, আমি আপনাকে চারটি ওসীয়ত করবো। আপনি সেগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। গ্রহণ করবেন এবং সে-অনুযায়ী 'আমাল করবেন। 'উমার বললেন, 'সেগুলো কী, সা'ঈদ?' সা'ঈদ বললেন, 'মানুষের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন; কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে মানুষকে ভয় করবেন না। মুসলমানদের জন্য সেটাই পছন্দ করুন, যা আপনি নিজের জন্য ও নিজের পরিবারের জন্য পছন্দ করেন। কাছের ও দূরের—আপনার অধীনস্থ সকল মুসলমানের ব্যাপারে সমান বিচার করুন। প্রত্যেকটি কাজে সঠিক ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করুন, আল্লাহ আপনাকে আপনার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবেন, আপনার পেরেশানি দূর করবেন। কোনো একটি ব্যাপারে দুই ধরনের ফয়সালা দেবেন না; তা হলে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। হক থেকে আপনি দূরে সরে যাবেন না। আর আপনার কথা ও কাজে যেন মিল থাকে। কেননা সর্বোত্তম কথা সেটাই, যা কাজে পরিণত করা হয়। সবশেষে, হক যেখানেই থাকে, সেটা গ্রহণের মতো সাহস

[৮] তাবারানীর *মু'জামুল কাবীর* (২০/২০৫); *বুখারী* (৭১৫০); *মুসনাদু আহমাদ* (৫/২৫)